কম্পিউটারে পেশা নির্বাচনে জেনে নিন আপনার যোগ্যতা

অদিতি রহমান

দৈনিক জনকণ্ঠ, তারিখ ১৩ মার্চ ২০০০

শিক্ষার ধরণ এখন অনেক বদলেছে। গতানুতিক তাত্বিক শিক্ষার চেয়ে কারিগরি বা ব্যবহারিক শিক্ষার গুরুত্ব অনেক বাড়ছে বাস্তবতার কারণেই। জীবন সম্পর্কে একটু যারা সচেতন, জীবনে ভাল কিছু যাঁরা করতে চান তাঁরা পড়াশুনার সাথে সাথে নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে দক্ষ হয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন; দুর্মূল্যের বাজারে যাতে তাঁকে বেকারত্বের অভিশাপ বরণ করতে না হয়। বর্তমান যুগ কম্পিউটার নির্ভর যুগ। উন্নত বিশ্বে দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো সব কাজ থেকে শুরু করে বিশাল বিশাল আবিস্কার, সব কিছুই কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করছে। আমাদের দেশেও কম্পিউটারের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। খুব বেশি দূরে নয় যখন আমাদের সব কিছু কম্পিউটার নির্ভর হয়ে উঠবে। কম্পিউটারের ওপর নূন্যতম জ্ঞান ছাড়া কোন কাজ করাই সম্ভব হবে না। কাজেই এ ব্যাপারে এখন থেকেই সজাগ হওয়া প্রয়োজন। কম্পিউটারের এখন নিত্যনতুন প্রোগ্রাম আবিস্কার হচ্ছে। দু'একটা জানলেই ভাববেন না অনেক জানা হয়ে গেছে। যা শিখবেন ভালভাবে শিখবেন, যাতে আপনার তা কাজে লাগে। শুধু তাত্ত্বিক বা ভাসা ভাসা শিক্ষা নয়, হাতে-কলমে এমনভাবে শিখুন যাতে নিজে কিছু উৎপাদন এবং উদ্ভাবন করতে পারেন। কম্পিউটারের ওপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিতে গেলে সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর নির্ভর করতে হয়। সমস্যা হচ্ছে, এসব জায়গায় অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের কোন সুযোগ নেই। তবে বর্তমানে বেশ কিছু কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সেন্টার গড়ে উঠেছে, যাদের উদ্দেশ্য এ বিষয়ে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা এবং বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন সরবরাহ করা। ভালভাবে খোঁজ নিয়ে এ ধরণের একটি প্রতিষ্ঠানে আপনি ভর্তি হতে পারেন। হয়ত এইচএসসি পাশ করে বসে আছেন। ভাল কোথাও ভর্তি হতে পারছেন না। এ অবস্থায় বসে থেকে সময় নষ্ট না করে এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে অনায়াসে ভর্তি হতে পারেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে বয়স কোন বাধা নয়। আপনি যদি চাকরিজীবী হয়ে থাকেন, তাহলে চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতি এবং পদোন্নতির জন্য আপনি একটি শর্ট কোর্স বা ডিপ্লোমা কোর্স করে নিতে পারেন। কম্পিউটারের ক্ষেত্রে কর্মমূখী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য কম্পিউটার এ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি ফর নেক্সট জেনারেশনের সাহায্য নিতে পারেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি আপনাকে কম্পিউটার সম্পর্কে শুধু তাত্ত্বিক ধারণাই দেবে না ব্যবহারিক শিক্ষা দানে দক্ষ করে তুলবে। চাকরির গ্যারান্টি নয়, আপনার ভিতরের সৃজনশীলতাকে দক্ষ করে তুলবে যার মাধ্যমে আপনি নিজে কিছু উদ্ভাবন করতে পারবেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানের সংগে সরাসরি হওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানের সংগে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন অথবা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করুন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কোর্স ঃ এখানে কম্পিউটার টেকনোলজির ওপর শর্ট কোর্স এবং ডিপ্লোমা করানো হয়। সাধারণত এইচএসসি পাস ছাত্রছাত্রীদের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি করানো হয়। ডিপ্লোমা কোর্সে খরচ পড়বে ৩৫ হাজার টাকা। এমসিএ করতে খরচ পড়বে ৮৫ হাজার টাকা। এটি সিআইটিএন এবং কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে করানো হয়ে থাকে। কম্পিউটার সায়েন্স এবং ইনফরমেশন টেকনোলজির ওপর চার বছরের একটি অনার্স কোর্স করানো হয়। এতে খরচ পড়বে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এটিও সিআইটিএন এবং কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে করানো হয়। থিওরিটিক্যাল বিষয়গুলো দেখে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্র্যাকটিক্যাল বিষয়গুলো করায় সিআইটিএন। সবচেয়ে বড় যে বিষয় তা হলো এই কোর্সগুলোর সার্টিফিকেট দেয়া হয় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বাংলাদেশে কেবলমাত্র উক্ত প্রতিষ্ঠানটিই দেশীয় সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে। এছাড়া কম্পিউটারের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর শর্ট কোর্স, লং কোর্স করানো হয়ে থাকে। মহিলাদেরর জন্য বিশেষ কোর্সের ব্যবস্থা আছে, যেখানে কম্পিউটারের উপর একটা বেসিক নলেজই কেবল দেয়া হয় না, পাশাপাশি অপারেটিংয়ের ক্ষেত্রে দক্ষ করে তোলা হয়।

সফ্টয়ার ডেভেলপমেন্টের কাজের ওপর বেশি জোর দেয়া হয় এখানে। ইতোমধ্যেই এখানে যাঁরা কম্পিউটারের ওপর প্রশিক্ষণ কোর্স করেছেন তাঁদের এবং প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সমন্বয়ে তিনটি চমৎকার প্রোডাকশন তৈরী হয়েছে এবং বাজারে ছাড়া হয়েছে। প্রোডাকশন তিনটি হচ্ছে রক্তে ঝরা ফাল্গুন, বায়োস্কোপ এবং জ্ঞানকোষ। রক্তে ঝরা ফাল্গুন- এই উৎপাদনটি মূলত ভাষা আন্দোলনের ওপর করা। ৪৭ থেকে ৫২ এই পুরো সময়টা এতে চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সফ্টওয়ারের ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে উৎপাদনক্ষমতা বাড়ানো। অর্থাৎ আত্মনির্ভরশীলভাবে গড়ে তোলা। কাজেই আপনার ভিতরের সৃজনশীলতাকে দক্ষ করে তুলুন এবং আপনিও উদ্ভাবন করুন নিত্যনতুন উৎপাদন।